প্যারানয়েড পারসোনালিটি ডিজর্ডার

কয়েকদিন হল আমার সাথে দেখা করার জন্য একজন অপরিচিত মানুষ বারেবারে ফোন করছিলেন, আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। এক সময় আমার ছোট ভাইয়ের সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে বললো, সে আমার ছোট ভাইয়ের সাথে সম্পৃক্ত। বললাম আসতে। ছোট ভাইকে ফোন দিয়ে জানালাম, ছোট ভাই চিনতেই পারলোনা। মেজাজ কিছুটা বিগড়ে গেল। ভদ্রলোক এলেন, প্রথম কথাই বললেন, বছর তিনেক আগে একজন ক্ষমতাধারী মানুষের (খুব বড় মাপের কেউ নন) সাথে তার কিছু মনোমালিন্য হয়েছে। তারপর থেকে বাড়ি থেকে বের হলেই তাকে ফলো করা হচ্ছে। রাস্তা-ঘাটে কিছু মানুষের গেঞ্জিতে এমন কিছু কথা লেখা দেখতে পাচ্ছে, যে সব লেখা গুলো তার ধারনা, তাকে হুমকি দেয়া।

আমি বললাম, আপনি যে মাপের মানুষের কথা বলছেন, তার ক্ষমতাই নেই আপনার পেছনে তিন বছর গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখবার। আর যদি ধরেও নেই ক্ষমতা আছে তাহলেও এই সামান্য কারণে যদি সেই ক্ষমতা আপনার ওপর এমন ভয়াবহ ভাবে প্রয়োগ করে, তবে তাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলা যায়না। এর পরেও যখন ভদ্রলোক ইনিয়ে বিনিয়ে তার কথার যথার্থতা প্রমান করবার চেষ্টা করতে থাকলেন তখন আমি না বলে পারলাম না যে, আপনার সমস্যার সমাধান আমার কাছে নেই, আপনি ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন।

খুব রূঢ় ভাবে ভদ্রলোককে বিদায় দেবার কারণে মনের মাঝে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল। বিশেষত, আমার মনে হয়েছে মানুষটি মানসিক রোগাক্রান্ত। সন্দেহবাতিক শব্দটি লিখে গুগুলে বহু খোঁজাখুজির পর মানুষটির আচরনের সাথে মেলে এমন একটি রোগের সন্ধ্যান পেলাম, Paranoid personality disorder (PPD)। মনের মাঝে একটু দুঃখবোধ কাজ করলেও এই ভেবে মনকে সান্তনা দিলাম, পৃথিবীর সব মানুষের ভাল-মন্দের দায়ীত্ব আমার পক্ষে নেয়া সম্ভব নয়। আর তাছাড়া আমি তো তাকে বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগের সঠিক পরামর্শই দিয়েছি, আমি তো আর এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নই।।

প্রবোধ তো মনকে দিলাম কিন্ত ভাবনা তো পিছু ছাড়লোনা। ভদ্রলোকের সন্দেহবাতিক রোগটি এখন এমন পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে, সেটাকে সে বিশ্বাস করা শুরু করেছে। মতামত এবং বিশ্বাসের পার্থক্য নিয়ে বহু কথা বলেছেন সক্রেটিস। সত্যিকার অর্থে সক্রেটিসের মূল ভাবনাই ছিল Ethics, অর্থাৎ, নীতি-নৈতিকতা এবং Epistemology, অর্থাৎ, মতামত থেকে বিশ্বাসকে আলাদা করা বিষয়ক। বেশ কিছুক্ষণ সক্রেটিসকে ঘাঁটাঘাঁটি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, জ্ঞানের অথৈ সাগরে ডুব দিয়ে সন্দেহবাতিক লোকটির জন্য নিজেকে সান্তনা দেবার মত উপকরণ খুঁজে বের করা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তারচেয়ে বরং আমার একান্ত নিজস্ব ভাবনাকে একত্রিত করতে পারলে কিছুটা সমাধান আসতেও পারে।

ধরে নেই লোকটি মানবিজ্ঞানীর কাছে গেল। ডাক্তারের প্রথম কাজই হবে, প্রশ্ন করে তার কাছে তার জীবনের ইতিহাস এবং শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত রোগটির পর্যায়ক্রমিক ইতিহাস তার কাছ থেকে জেনে নিয়ে কিছু ওষুধ (যেটার কার্যকারিতা সম্পর্কে ডাক্তার হয়তো নিজেও সন্দিহান) দিয়ে দেবেন, তারপর হয়তো প্রতিমাসে একবার বসে ঘন্টাখানেক বকবক করে লোকটির বিশ্বাস ভাঙ্গবার চেষ্টা চালাবেন। কিন্ত আমার মতে ডাক্তার সাহেবের সফলতার সম্ভবনা খুবই কম, কারণ, বিশ্বাসকে ভাঙ্গবার জন্য যেমন ইতিহাস কোন সহযোগীতা করতে পারেনা, তেমনি ইতিহাসের মাঝে বিশ্বাসের মূল খুঁজতে যাওয়া মানে ইতিহাসকে নষ্ট করা।

আমি একাত্ববাদে বিশ্বাসী। একই সূত্রে আমি বিশ্বাস করি একাকীত্বই মানুষের ভবিতব্য। কিছু মানুষ আছেন যারা এই সত্যটি খুব তাড়াতাড়ি হৃদয়াঙ্গম ক'রে সেই অনুযায়ী জীবন ও জীবনবোধ পরিচালিত করেন কিন্ত কিছু মানুষ আছেন যাদের বুঝতে একটু সময়ের প্রয়োজন হয় অথবা বুঝতে পারলেও জীবন ও জীবনবোধকে সেই অনুযায়ী পরিচালিত করতে না পেরে এক সময় নিঃসঙ্গতায় পতিত হন এবং তখনই তার নিঃসঙ্গতার কারণ

খুঁজতে যেয়ে একটি অবলম্বন খোঁজা শুরু করেন। স্বাভাবিক ভাবেই সেই অবলম্বন খুঁজে না পেয়ে নিজের দুর্দশার জন্য অন্য সকলকে বা কোন একজনকে দায়ী করতে থাকেন। এটাই প্যারানয়েড পারসোনালিটি ডিজর্ডারের প্রথম সোপান।

এবার "করোনা ভাইরাস" এবং ফিলসফি নিয়ে দুটি কথা বলা যাক। জনসাধারনকে কোন বিষয়ে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে সক্রেটিস, এরিস্টটলেরা ইথোস, অর্থাৎ, যিনি কথা বলছেন তার সেই বিষয়ে যথেষ্ঠ জ্ঞান এবং এক্তিয়ার আছে কিনা সেটা আগে নিশ্চিত করা; লগোস, অর্থাৎ, যুক্তি সঙ্গতভাবে উপস্থাপন করা; এবং প্যাথোস, অর্থাৎ, মানুষের আবেগের কাছে আবেদন করার কথা বলে গিয়েছেন। সেখানে আমাদের দেশের কিছু দায়ীত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং নেতাদের আচরণে ও বক্তব্যে সন্দেহ জাগে যে, ওনাদের বোধশক্তি, বিচক্ষনতা এবং অন্যান্য মানবিক গুনাবলী লোপ পেয়েছে। মনে হয়, ওনারা প্যারানয়েড পারসোনালিটি ডিজর্ডার ভুগছেন। করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সহযোগীতা করবার জন্য সেনাবাহিনীকে মাঠে নামাবার আগের দিনও একজন দায়ীত্বশীল ব্যক্তি কিভাবে বলেন, ডাক্তারদের পিপিই দেবার মত পরিস্থিতি দেশে এখনো তৈরী হয়নি? হয় বিগত তিন মাস তিনি ঘুমিয়েছেন, যে কারণে তিনি তৈরী নন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য, নয়তো উনি পরিস্থিতির ওপর দোষ চাপিয়ে নিজের দোষ ঢাকার চেষ্টা করছেন। আরেকজন তো সস্তা জনপ্রিয়তার খোঁজে সরকারের বিভিন্ন কাজে দোষ, ত্রুটি খুঁজে চলেছেন। বিমান বন্দর হ্যান্ডলিং যদি ঠিক মত না হয়ে থাকে, সে বিষয়ে গণমাধ্যমে বলবার আগে যথাযথ ফোরামে আলোচনা করেছিলেন কি? কি করলে ভাল হয় সেই বিষয়ে মতামত উপস্থাপন করেছিলেন কি? আমার দেশের নাগরিকদের নিজের দেশে ফেরার অধিকার নেই সেটা আবার বলে বসবেন না।

লেখাটি শেষ করবার আগে আরেকবার সক্রেটিসের কাছে ফিরে যাই। তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, কারণ, সেই সময়ের সমাজ এবং আইন মনে করেছিল তিনি তরুন সমাজকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করছেন। তারপরও, তৎকালীন রাজনৈতিক মহলে তার অনুসারী ক্ষমতাধর ব্যক্তির অভাব ছিল না। তাদের প্রস্তাব ছিল, তিনি যদি পালিয়ে যেতে চান তবে সরকার চোখ বন্ধ করে রাখবে। পলাতক জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন শুধু এই কারণে নয় যে, সত্তরোর্ধ সক্রেটিস বুঝেছিলেন তার নিজের দেশের মত অন্য দেশেও একই কারণে একই ঘটনার স্বীকার তিনি হতে পারেন বরং তিনি তার ফিলসফিকাল জীবনবোধ দিয়ে উপলবদ্ধি করেছিলেন পলায়নের অসারতা। সকল বিষয়ে তিনি যেমন জাস্টিফিকেশন খুঁজতেন তেমনি তিনি তার মৃত্যুদন্ডেরও জাস্টিফিকেশন খুঁজে পেয়েছিলেন। যদিও তার নিজের দর্শনে তার অগাধ বিশ্বাস ছিল কিন্তু তিনি এটাও বুঝেছিলেন যে, তিনি সময়ের আগে সমাজ এবং দেশের আইনের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। যে কারণে তিনি কাউকে দোষারোপ না করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মৃত্যর আগের সেই বিখ্যাত উক্তি দিলেন, "The hour of departure has arrived, and we go our separate ways, I to die, and you to live. Which of these two is better only God knows."। আমাদের দেশের ঐ সমস্ত নেতাদেরও এখন এধরনেরই যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় সমাগত।

যুগেযুগে পৃথিবীতে মহামারী এসেছে, কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছে। নিকট অতীতের মহামারী থেকে এবারের মহামারীর রূপটাই ভিন্ন। সর্বশেষ মহামারী গুলো, যেমন, ইবোলা, সার্স, মার্স এমনকি ডেঙ্গু বা এইডস থেকে এই মহামারীর পার্থক্যটা মানুষকে কিছুটা আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে। যারা করোনা মহামারী নিয়ে বীরের মত কথা বলার চেষ্টা করছেন তাদের বলবো, এসব বীরত্বপূর্ণ কথাবার্তা বন্ধ করুন, বোধগম্য বিচক্ষণতার সাথে কথাবার্তা বলুন। আমাদের যাদের মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস যুদ্ধাবস্থার ইতিহাস, ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস, তিনলক্ষ মা-বোনের কান্নার ইতিহাস, কোটি মানুষের বাস্তুচ্যুত হবার ইতিহাসের অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে, তারা জানি একটি বিধ্বস্ত জাতিকে গড়ে তোলাটা কতটা কষ্টের। আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শুধু সেই ইতিহাসটুকুই শোনাতে চাই, কিছুতেই চাইনা তারাও একটি বিধ্বস্ত দেশ গড়ার দায়ীত্ব নিক। করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রয়োজন নেই, শুধু বিচক্ষণতা ও সচেতনতার প্রয়োজন। প্রবাস ফেরৎ শুধু নন, দেশের সকলের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রয়োজন। যদি কেউ মনে করেন, প্রচলিত আইন অথবা বিশেষজ্ঞ মতামতটি সঠিক নয়, তবে সেটা প্রচার করবার আগে তার নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী যথাযথ ফোরামে পৌঁছাবার চেষ্টা করা উচিৎ। কারণ, বিশ্ব পরিস্থিতিই বলে দিচ্ছে, ঘটনা সবে শুরু।

আমরা পৃথিবীর বুকে একমাত্র জাতি যারা ভাষার জন্য রক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছি আমাদের মুখের ভাষার অধিকার, আমরা স্বাধীনতার জন্য জন্য যুদ্ধ করে জয়ীর বেশে ফিরেছি, আমরা স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হয়েছি, আমরা আমাদের দেশে করোনা ভাইরাসের আক্রমনকে প্রতিহত করার যুদ্ধেও জয়ী হব ইনশাআল্লাহ কিন্ত সেটা হবে ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ইন্টারভেল মাত্র। মহামারীর পরবর্তি অধ্যায়, অর্থনৈতিক দুর্গতির ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলবার সময় এখনই, বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখনই, মানবতার পাশে দাঁড়াবার সময় এখনই, ঘৃণা নয় ভালবাসার ডাক দেবার সময় এখনই।

যে যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, দেশের আইন ও বিশেষজ্ঞ পরামর্শ মেনে নিজে সুস্থ থাকুন, অপরকে সুস্থ থাকায় সহযোগীতা করুন। আতংক নয় সচেতনতা গড়ে তুলুন।